পরমাত্মনে নমঃ।

বঙ্গীয় সভ্যতা প্রবন্ধ।

কলিকাতাস্থ ওরিএন্টেল সেমিনরি শাখা

বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীস্থ

ছাত্রদিগের অভিপ্রায়ানুসারে

উক্ত বিদ্যালয়াধ্যাপক

শ্রীগণেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৮০

চিৎপুর রোড্।

নং ৬৫। চৈত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

প্রকাশ্য বক্তৃতা।

বর্ত্তমান সময়ে এই ভারতবর্ষান্তর্গত বঙ্গভূমির যাদৃশী অবস্থা প্রত্যক্ষীভূতা হইতেছে, ইহাতে বোধ-হয়, যে ইহা কিছু পূর্ব্বকালের পরাপেক্ষা সর্ব্বতো-ভাবে অত্যুৎকৃষ্টা। এইস্থলে আমি কিছু পূর্ব্ব কালের পরাপেক্ষা লিখিলাম, ইহার কারণ কি, ইহা শ্রোতৃবর্গের অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অতএব আমি যথা জ্ঞান কিঞ্চিৎ উক্তি করিতে বাধ্য হইলাম। হে শ্রোতৃগণ, দেখ, পরম কারুণিক পরাৎপর পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট বিশ্বমণ্ডলের ..ন স্থান যে কোন সময়ে বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত হইয়াছিল, এবং হইবে, তাহা তৎকরণালব্ধ কোন ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের অনির্ব্বচনীয় বিধায় বর্ত্তমানজ্ঞ অস্মদাদির অতীব অসমর্থতা প্রতীয়মান হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে জেলা পুর্নিয়ার দক্ষিণ মালদহ, তথায় এই বঙ্গভূমির রাজধানী গৌড়-

নগর ছিল। ইহা অনেকেই অবগত আছেন, তথায় অদ্যাবধিও যে সকল চিহ্ন বিলক্ষণ নয়ন গোচর হয়, তাহাতে কোনক্রমেই সেই রাজধানীকে সামান্য রাজধানী বলিয়া বোধ-হইতে পারেনা, কারণ উক্ত স্থানে এরূপ একটিদুর্গ আছে যে তাহা এই মহানগরী কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে প্রায় চতুর্গুণ অধিক হইবে। এবং এতাদৃশ দৃঢ় যে দৃঢ়রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে উহা অতি অল্পদিন নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং ঐ স্থানের পার্শ্ব-বর্ত্তি একটি রাজবর্ত্ম অদ্যাপিও দৃষ্টিগোচর হয়, উহা এমন সুনিয়মে প্রস্তুত হইয়াছিল, যে তাহাতে এক গাছি তৃণমাত্রও জন্মাইতে পারে না, উল্লিখিত মহাগরের পরিসীমা দৈর্ঘ্যে ৯ নবক্রোশ এবং প্রস্থে ৫ পঞ্চক্রোশ, পূর্ব্বোক্ত রাজবর্ত্মটি ও নব ক্রোশ ব্যাপিয়া গৌড় মহানগরের উৎকৃষ্টতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন উক্তস্থল কেবল প্রবল উদ্ভিদ্দলে আক্রান্ত হইয়া পশু পক্ষ্যাদির বাসস্থল হইয়া রহিয়াছে।

ঐ স্থানস্থিত ব্যূহের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বৃহন্নদীর চিহ্ন এ পর্য্যন্ত ও মানবনিকরের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ নদীর উদর হইতে কৃষি-

লোকেরা নানাবিধ শস্যোৎপাদন করিয়া পরম-সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। যৎকালীন প্রচণ্ড প্রতাপ প্রযুক্ত সুররাজ কল্প মহারাজ আদিসুর এই বঙ্গ প্রদেশ মধ্যে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণে সাতিশয় যত্নবান ছিলেন আমি বোধ করি, তৎকালে এই বঙ্গবাসি মানব রাশি অবশ্যই সভ্যতাসাগরে সতত ভাসমান হইয়া প্রতিদিন নব নবোৎসাহে পরমপ্রীতি কর জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত করত পরমানন্দে সময় ক্ষেপণ করিতেন। তখন এই প্রদেশে অমৃতোপম সংস্কৃত ভাষার আত্যন্তিক গৌরব ছিল। সংস্কৃত ভাষানিষ্ঠ গ্রন্থনিকর অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ব্যতিরেকে অন্যজাতির অধিকার ছিল না। কিন্তু বৈদ্যেরাও ব্যাকরণ কাব্য নাটক আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ অধ্যয়নে অধর্ম্ম---শঙ্কায়অষ্টাদশ মহা-পুরাণ উপপুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির তাৎপর্য্যাবধা-রণে অপর্য্যাপ্ত থাকিতেন। হস্তিনাধিপতি পৃথু নামক ভূপতির সময়ে ব্রাহ্মণ বৈশ্য,ক্ষত্রিয় শূদ্র,ভিন্ন বর্ণশঙ্কর যে ষট্‌ত্রিংশ, অর্থাৎ ছত্রিশবর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহাদিগের জীবিকা তৎ কর্ত্তৃক অবধারিত হয়, তাহারা তত্তৎ কর্ম্মাবলম্বী হইয়া সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত।

পরিণাম দর্শি বিচক্ষণ সর্ব্ব বিষয় ভাজন পণ্ডিত-গণ সর্ব্বক্ষণ রাজসভায় প্রবর্ত্তমান থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নানা শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিতেন। প্রজাবৃন্দের কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে সুধীগণ প্রদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ি ব্যবস্থানুসারে সুন্নমতি প্রজাপাতি আদিসুর ক্ষিতিপতি প্রজা প্রতি অনুমতি প্রদান করিতেন. সম্প্রতি যদ্যপি সেই রীতির সম্পূর্ণ বিনিময় হইয়াছে তথাপি গুণগ্রাহি সুরাজ ইংরাজ বাহাদুর দিগের অধিকারে এ পর্য্যন্ত তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও চিহ্ন ছিল, যুগমাহাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাও প্রায় লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

উল্লিখিত মহারাজাধিরাজ আদি সুরাদি কৃত বঙ্গ প্রদেশান্তর্গত সমস্ত গ্রামই বিদ্যামন্দিরে সুশোভিত হইয়া থাকিত। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বেদ বেদাঙ্গ, বেদান্ত, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতাঞ্জল, মিমাংসা, বৈশেষিক পুরাণোপপুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের অধ্যা-পনায় নানা শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ পরমানন্দে ঐহিক পারত্রিক শুভ সম্পাদন করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেন। অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপকগণ রাজ প্রদত্ত এমত বৃত্তি ভোগ করিতেন, যে যাঁহার নিকট

যত বিদ্যার্থিছাত্র অধ্যয়নার্থ উপস্থিতহইত, তাহা দিগকেঅনায়সে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করত অক্ষয় অদাহ্য অহার্য্য অমূল্য নিরুত্তম বিদ্যারত্ন দান করিতেন। এবং ছাত্রগণ ও অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করণানন্তর উল্লিখিত পণ্ডিতবৎ এই বঙ্গভূমির সভ্য রত্ন হইয়া সমস্তজন পদের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেন সভ্য রত্ন সমূহের সুধাংশু সম সুশীতল কিরণে বঙ্গ দেশীয়মানব নিবহের অসুস্থতারূপ তিমিরনাশহইলে সমস্ত জনপদ নিরাপদ হইয়া দেদীপ্যমান হইত। ফলতঃ অঙ্গ কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মিথিলা, কান্যকুব্জাদি কতকগুলিপ্রদেশ ভিন্ন অন্যান্যভূভাগাপেক্ষা এই বঙ্গভূমি যেসভ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল, ইহা অসম্ভাবিত নহে। লিপি বাহুল্যাশঙ্কায় তাৎকালিক সমস্ত বিষয় বর্ণনে নিরস্ত হইলাম।

আদিসুর মহীপতির মানবলীলা--নিল নিশ্চল হইলে বঙ্গীয়সভ্যতা সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব অনপত্য আদিসুর প্রজাপতির প্রধানামাত্য বৈদ্য-কুলজাত বল্লাল সেন কৌশল ক্রমে রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হওত এই বঙ্গভূমিকে একেবারে কুমার্গ জলধি জলে নিলীন করিলেন।

ইহা অসম্ভাবিত নহে। কারণ, (অধমেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ) এই মহাপুরুষ প্রণীত বাক্যের ব্যত্যয় কদাচই হইতে পারে না। বল্লাল সেন, বিজয় সেন নামক একজন বৈদ্যের সন্তান, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ কখন এতন্মহীমণ্ডলের কোন প্রদেশে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন নাই। ইনিই জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্ট বশতঃ ধরান্তর্গত বঙ্গভূমির কর্তৃত্ব লাভ করিয়া যে কত রঙ্গই প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কতক-গুলিন চিহ্ন অদ্যাবধি ও যাহা সর্ব্বসমক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং তৎকর্তৃক নির্দ্ধারিত নিষ্ঠুর নিয়মে নিবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণাদি জাতিমাত্রই যে কিপর্য্যন্ত ঈর্য্যাদির বশীভূত হওত সন্তরণোপায় বিহীন নিবিড়ান্ধকার কূপে নিমগ্ন হইয়া নিকৃষ্ট নিরয় গমনের কারণীভূত পাপপুঞ্জ সঞ্চয় করিতে করিতে কাল সংহরণ করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সংক্ষেপে কথনোপক্রম করিলাম।

হে শ্রোতৃবর সভাগণ, দেখ, এই বিশ্ব যাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। যদীয়াংশ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ হই-তেছে। এবং জীব নিবহ নাসিকাবিদ্ধ বলীবর্দ্দবৎ [illegible] তদীয় ইচ্ছার বিষয়ীভূত প্রবৃত্তি সহিত

পুরাণাদি বিহিত নিয়ম সকল প্রতিপালনে অস্মদা-
দির বিলক্ষণ অপারকতা প্রদৃশ্যমান হইতেছে,
তাহার উপর আবার বঙ্গচূলাল বল্লাল সেন স্বীয়
শাসন সময়ে অধিকৃত বঙ্গপ্রদেশে বিধাতাপুরুষের
বিধানের ন্যায় কতকগুলিন নিয়ম এমত প্রচলিত
করিয়াছিলেন, যে তাৎকালিক বঙ্গীয় মানবগণ
তন্নিয়মাবদ্ধ হওয়াতে তদীয় বংশোদ্ভবেরা অদ্যা-
বধিও সম্যক্ যাতনা ভোগ করিতেছেন, হা, বিধাতঃ,
হা, করুণানিধান, এই অদূরদর্শি রাজাধিকার কালে
বঙ্গদেশীয় মানব মণ্ডলী মধ্যে নিত্য নিত্য কতই
অনিষ্ট কর ব্যাপার রূপ উন্মত্ত মাতঙ্গ উদ্ভূত হইয়া
লোকারণ্য আন্দোলন করিয়া কতই সম্মার্গতরুর
সমূলোৎপাটন করিত, কতই বা প্রসিদ্ধাচার মহী-
রুহের শাখা প্রশাখা ভঙ্গ করিয়া কেবল দণ্ডমাত্র
সার করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতে হইলে নীরস
কাষ্ঠময়ী লেখনীও রোরুদ্যমানা হইয়া স্বীয় নেত্র-
নীরে দ্রবীভূতা হয়, ।

এই ভূপতি ভয়ে ভদ্রগণ ভীত হইয়া স্বস্ব ভবন
প্রত্যাখ্যান করত ইতস্ততঃ পর্য্যটনে যথা কথঞ্চিৎ
জীবন ধারণ করিতেন। যাঁহারা ইহার পর্য্যুপাস-
নায় অনাসক্ত হইয়া পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাঁহাদিগের

জাতি, কুল, মান, ধন, অকারণ হরণ করিয়া তাঁহা দিগকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেন। ইনি, চাটু-কার বিরুদ্ধাচারি অপকৃষ্ট জাতির প্রতি প্রীত হওত তাহাদিগকে উত্তম বর্ণত্ব প্রদানবৎ পবিত্রাচারি যথার্থবাদি উৎকৃষ্ট জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহা দিগকে অধম বর্ণ মধ্যে বিভক্ত করিয়াছিলেন,। এতদ্দেশীয় প্রায় সকল জাতি মধ্যেই এক একটি অলীক অনর্থক অশুভাবহ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া কেবল দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা প্রভৃতির প্রাবল্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আহা, তৎকালের উপাসনা বিরত অসামান্য মান্য গণ্য ধন্য মানবেরা নীচ বর্ণত্ব প্রাপ্তে পরম পরিতাপে দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া যে কতই মন-স্তাপ করিতেন, এবং প্রবল পরাক্রান্ত মহীপতির প্রতাপ দর্শনে ত্রস্ত হওত আপনাদিগকে অসমর্থ-জ্ঞানে পরস্পর বিলাপ করত বিশ্বারাধ্য সর্ব্বান্তর্যামি সন্নিধানে কতইবা সমাবেদন করিতেন, হে সরলা-ন্তঃকরণ সভ্যগণ, আপনারা স্বস্বাশয়ে তাহাদিগের তাৎকালিকী অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ করি, অবশ্যই দয়াদ্র চিত্ত হইবেন।

এই মহীমণ্ডলে মহাজন সম্মত নবধাকুললক্ষণ বিলক্ষণ সুপ্রসিদ্ধ আছে। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা, দান, এতন্নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই গুণবান পণ্ডিতেরা কুলীন কহিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এই মঙ্গলকর মতই এতৎ প্রদেশে দৃঢ়তররূপে প্রচলিত ছিল। তাহাতেই এতদ্দেশীয় মানবগণ সম্পূর্ণ অধ্যবসায় সহকারে কুলীন হওনার্থ যত্নবান হইতেন, অদৃষ্ট বশতঃ যিনি কুলীন হইতে সমর্থ হইতেন, তিনিই এতৎ প্রদেশের একজন অগ্রগণ্য মান্য ও সর্ব্বত্র সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া পরম সুখে সময় ক্ষেপণ করিতেন।

উল্লিখিত অপরিণামদর্শি বল্লাল সেন উপাসনার বশীভূত হইয়া এতদ্দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয় উপাসক বিশেষ মধ্যে এক একটি কৌলিন্য মর্য্যাদা রূপ কণ্টক তরুর বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, বিটপিত, পল্লবিত, মুকুলিত, পুষ্পিত, ফলিত, হওত এই বঙ্গভূমির জনপদময় এমত বিস্তৃত হইয়াছে, যে যথার্থ কুলীনগণের এই বঙ্গভূমির জনপদে পাদ নিক্ষেপের ও স্থল অতি সুদুর্লভ। ইহাঁরা যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানেই ইহাঁদিগের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। মিথিলাটবী ব্যতিরেকে ইহাঁদিগের

স্থুস্থ হইবার স্থান আর নেত্র গোচর হয় না। বল্লাল ভূপাল একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিকে উত্তমাধম ভেদে বিবিধাংশে বিভক্ত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তদ্বিষয়ক কতকগুলিন গ্রন্থ রচনাও করাইয়াছিলেন। তও দাস্থ্নিষ্ঠ বাক্য সমুদায়কে এতদ্দেশীয় মানবেরা বেদ বিহিত বাক্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সেই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ দিগের বিবাহ সভায় তাহা ব্যাখ্যাকরত পুরস্কার লাভ করেন। ইহাঁরা এতদ্দেশে কুলাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত উক্ত অমূলক গ্রন্থে কুলবিষয়ক কতই নিয়ম যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদংশ লিখিতে হইলে ইহাও একখানি বিলক্ষণ গ্রন্থ হইয়া উঠে। বৈদ্য এবং কায়স্থ এতদুভয় জাতীয় কুলবিষয়ক গ্রন্থও প্রচিত করাইয়াছিলেন, তাহাও এতদ্দেশের ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ণ করিয়া উক্ত উভয় জাতির পরিণয় সমাজে উপস্থিত হইয়া তৎকীর্ত্তন করত পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের কুলসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সম্প্রতি সচরাচর সর্ব্বত্র প্রদৃশ্যমান না হইলেও তাহারা তৎকালের নিয়মানুযায়ি ব্যবহার করিতে এপর্য্যন্তও অনবহিত নাহইয়া বিলক্ষণ প্রযত্ন বিশয় প্রকাশ করিয়া থাকে।

হে, শ্রোতৃগণ! অধিক কি কহিব, এতদ্দেশীয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন মানবগণও এতন্নিয়মানুগত হইয়া বল্লাল সেন প্রদত্ত কুলমর্য্যাদা বিশিষ্ট অতি দুর্ম্মুর্খ অসদাচারি কৃতদার পাত্রের পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। এই ভ্রম বঙ্গবাসি মানবদিগের অন্তঃকরণ হইতে কতদিনে যে দূরীভূত হইবে তাহা যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তদপ্রমেয়। বল্লাল সেন উপাসনার বশীভূত হইয়া যে এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তদীয় গুরুকুল এতদ্দেশীয় শোভাকর বংশেতেই বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্দেশীয় শোভাকরাভিধেয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। ইনি উপাসনানুরক্ত না হওয়াতে বল্লাল সেন ইহাঁকে যেমন নিষ্কুল করিয়াছিলেন, ইহার, এবং অপমানিত অপরাপর লোকের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া তদ্রূপ এই বিমূঢ় রাজার কুলদগ্ধ করিয়াছে। অধুনা তাহার বংশের চিহ্নও নাই।

উক্ত রাজার আর একটি চরিত্রের কথা না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। লক্ষ্মণ সেন নামক বল্লাল সেনের এক পুত্র ছিল। বল্লাল সেন এক পরম রূপবতী স্বৈরিণী ডোমকন্যার অপাঙ্গ বাণে বিদ্ধ হই

হইয়া তাহাতেই অত্যন্তাসক্ত হন। এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হওয়াতে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ সেন স্বজনক কুৎসা শ্রবণে সাতিশয় কাতর ও লজ্জিতহইয়া পিতারপ্রতি একটি শ্লোকদ্বারা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাও অদ্যাবধি এতদ্দেশে সর্ব্বজন সমীপে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে।

শ্লোকো যথা। শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা, কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃস্পর্শেন যস্যাপরে। কিঞ্চান্যৎ কথয়ামিতে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ।

অন্যার্থঃ। জল, শীতলত্বরূপ যে গুণ, সে তোমার অতি সহজ, আর তোমার যে নির্ম্মলতা, সে স্বাভাবিকী, পবিত্রতার কথা কি বলিব, তোমাকে স্পর্শ করিয়া অপর সকলে পবিত্র হইতেছেন, আর তোমার অন্যস্তুতি পদ কিবলিব, যেহেতু তুমি প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ,। এমত তুমি যদ্যপি নীচপথে গমন কর তবে তোমাকে নিষেধ করিতে কে সমর্থ হইবে।

এই শ্লোক পাঠানন্তর বল্লাল যেন প্রত্যুত্তর স্বরূপ শ্লোকান্তর পাঠাইয়াছিলেন। যথা,

তাপো নাপগতস্তৃষা নচকৃষা ধৌতা ন ধূলী: তনো নস্বচ্ছন্দ মকারি কন্দকবলঃ কানাম কেলীকথা। দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা নবা পদ্মিনী প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝংকার কোলাহলঃ।

অস্যার্থঃ। তাপ অপগত হয় নাই পিপাসাও শেষ হয় নাই শরীরের ধূলি সকলও ধৌত হয় নাই হাতে ক্রীড়ার কথা কি কহিব। কিন্তু দূর হইতে উৎক্ষিপ্তকর করি কর্তৃক পদ্মিনী স্পৃষ্টা হইয়াছে, কি,না, ভ্রমরগণকর্তৃক হঠাৎ ঝঙ্কার কোলাহল প্রকৃষ্ট রূপে আরব্ধ হইয়াছে। বল্লালসেনের এই সকল গুণের কথাও এপর্য্যন্ত এতদ্দেশে বিলক্ষণ সুপ্রসিদ্ধ আছে। বস্তুতঃ এই দুরাচার রাজার অসদাচারেই বঙ্গদেশ দ্বেষহিংসায় পরিপূর্ণ হইয়া একেবারে বহুকাল পর্য্যন্ত সভ্যতাহীন হইয়াছিল।

অনন্তর যবনাধিকার কালে কিছুদিন বঙ্গভূমি উল্লিখিত অবস্থান্বিত হইয়া সমভাবেই ছিল। তৎপরে মুর্শিদাবাদস্থ নবাবাসননির্দ্দিষ্ট সিরাজ্উদ্দৌলা কর্তৃক পরিগৃহীত হইলে, এই বঙ্গদেশ অত্যোধিক দুর্দ্দশায় পাতিত হওয়াতে নবাবের সৈন্যধ্যক্ষ ও সভাসদগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় বাহাদুরকে আহ্বান করিয়া সকলে ঐক্যবাক্যে প্রায় একশত বৎসর গত হইল, এই বঙ্গ ভূমিকে সত্যবাদি, জিতেন্দ্রিয়, হিংসাদ্বেষশূন্য, বীরপুরুষ, বুদ্ধিমান ইংরাজদিগের হস্তে তুলিয়া দিলেন, তদবধি বঙ্গভূমি ইংরাজদিগের সুশীতল করস্পর্শে স্নিগ্ধা-হওত ক্রমশঃ প্রশস্তরাজপথাদি দ্বারা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছেন। ইংরাজগণ প্রথমাধিকার কালাবধি কিছু দিবস পর্য্যন্ত বঙ্গভূমিস্থিত প্রজাবৃন্দের প্রতি যাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, সম্প্রতি বঙ্গীয় অর্ব্বাচীন প্রজাগণের সম্পূর্ণ দোষেই আর তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অসাধারণ গুণশালি ইংলণ্ডীয় মহাশয় দিগের বুদ্ধি কৌশলে এই বঙ্গ প্রদেশ দিন দিন অরণ্যহীন হইয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় ও নানা দেশীয় লোকের সমাগমে সম্যক্ শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ইহাঁদিগের প্রযত্নাতিশয় সহকারেই এই নিবিড় বনময়ী ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণা বঙ্গদেশান্তর্গত কলিকাতা অধুনা প্রায় অবনীমণ্ডলের সর্ব্বত্র সর্ব্বজন সমীপে মহানগরী বলিয়া সুবিখ্যাতা হইয়াছেন। ইহাঁরাই নানা দিগ্দেশ হইতে নানাবিধ পরমরমণীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া এই বঙ্গভূমির শোভা সম্পাদন

করিতেছেন। ইহাঁরাই বিবিধ বিভোগযোগ্য সাম-
গ্রী সমানয়ন পূর্ব্বক বঙ্গভূমিস্থ মানব নিবহের সুখ,
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাঁরাই বঙ্গভূমির
বহুকাল বিলুপ্ত সভ্যতাসাগরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া
তদীয় স্বচ্ছ সলিলে বঙ্গীয় মানবগণকে অবগাহন
করাইতেছেন। হে সভ্যগণ, দেখ, পুরাণাদি শাস্ত্রে
কামগযানাদির বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহা
আমাদিগের বোধগম্য না হওয়াতে আমরা তদ্বি-
ষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি
সাহেব দিগের বুদ্ধিকৌশলে আমাদিগের তাহাতে
আর অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। নিষধ দেশাধি-
পতি সুপ্রসিদ্ধ অশ্বপ্রচালক নলরাজা প্রভৃতি অনেকে
ছয়মাসের পথ কামগযানাদি দ্বারা একদিবসে গমন
করিয়াছিলেন, এবং ময়দানব নামক একব্যক্তি উক্ত
নলরাজাকে এমত এক কামগযান নির্ম্মাণ করিয়া
দিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা নলরাজা কখন শূন্যে,
কখন জলে, কখন ভূমিতে, কখন বা পর্ব্বতোপরি
ভাগে, স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতেন। এই সকল
বিষয়ে আমাদিগের যে আত্যন্তিক ভ্রম ছিল, তাহা
ইহাঁদিগের শিল্প নৈপুণ্য দর্শনেই সম্প্রতি দূরীভূত
হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে একজন অতি দ্রুত-
গামি বলবান লোক কলিকাতা হইতে চারি দিন-

লের ন্যূনে যে বৰ্দ্ধমানে উত্তীর্ণ হইতে পারিত ন, মস্ত্রস্থি সাহেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাস্পীয়শকটে আরূঢ় হইয়া পরমসুখে সেই বৰ্দ্ধমানে চারিঘণ্টায় পৌঁছিতেছে। হে সভ্যগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ, চারি দিবসের পথ যদ্যপি চারিঘণ্টায় অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারাযায়, তবে চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ চব্বিশ দিবসের পথ যে একদিনে যাওয়া যাইতে পারে, ইহা কোন প্রকারেই অসম্ভাবিত নহে। অতি সুবাতাস হইলেও নৌকারোহণে একদিবসে যেস্থানে পৌঁছানযায়, বাস্পীয় অর্ণব যানাধিষ্ঠিত হইয়া সেই স্থানে আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছিতেছে। এতাবতা প্রায় দশদিবসের পথ যে একদিবসে যাওয়া যায়, ইহাও কোন প্রকারে অসম্ভাবিত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত উভয় যান, যদ্যপি স্বস্ব সাতিশয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যান, তবে এতদপেক্ষা যে অধিক দূর যাইতেপারেন, তদ্বর্ণনে কেবল লিপিমাত্র বাহুল্য হয়। ইংরাজেরা বেলুনযন্ত্রারূঢ় হইয়া উড্ডীন করত শূন্যপথে গমনের পথ ও দেখাইয়াছেন ইহাঁরা যখন উল্লিখিত যানত্রয়ের আশ্চর্য্য শক্তিত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন যত্নবান হইলে এক যানকেই যে শক্তিত্রয়সম্পন্ন করিতে পারেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। ইহাঁরা বিদ্যুজ্জীয়

বার্ত্তাবহে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকানেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির ও বোধাগম্য। অন্তর বলিয়া যে একটি শব্দ আমাদিগের অন্তর মধ্যে জাগরিত ছিল, তাহা ইহাঁদিগের প্রযত্নেই সম্প্রতি অন্তরিত হইয়াছে।

ইহাঁরা কত কৌশলে যে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাঁদিগকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদানকরিতে হয় কেহ, কেহ, কহিয়া থাকেন, যে সাহেবেরা নানা কৌশল করিয়া কেবল এতৎ প্রদেশের পয়সা কুড়াইতেছেন। হে সভ্যগণ, দেখ, সাহেবেরা যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের সহিত কিছু পয়সা আইসে না, এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুকালে ও পয়সা সহগামী হয় না, তদ্রূপ এতদ্দেশীয় মানবগণের ও জন্মমরণ সময়ে পয়সা আইসে যায়না, পয়সা কেবল সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত, যে পয়সার সম্ভোগ নাহয় সে পয়সাই বৃথা, আর যে পয়সার সম্ভোগহয়, সেই পয়সাই সার্থক। গুণাকর দিনকর যেমন প্রখরতর স্বকর বিস্তার পূর্ব্বক বিবিধ রত্নাকর মেদিনী মণ্ডল হইতে রস নিকর আকর্ষণ করিয়া সময়ানুসারে তৎপ্রদান পুরঃসর জীবনিবহকে পরিপালন করিতেছেন, তদ্রূপ ইংরাজগণ ও প্রজামণ্ডল হইতে করগ্রহণ করত

যথাযোগ্য সময়ে তাহা ব্যয় করিয়া প্রজাগণকে সুখভাজন করত আপনারা ধনাশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রভুত্ব মাত্র লাভ করিতেছেন।

আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত অনাটন হইয়াছে। ভাল, ইহার কারণ কি, আমাদিগের ভূস্বামির গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের নিমিত্তই কি ভারতবর্ষের উপার্জ্জিত সমস্তধন ব্যয় হইয়া যায়, না, ইহা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না, ভারত বর্ষের উপার্জ্জিত ধনসকল ভারতবর্ষের প্রজাদিগের শাসন ও সর্ব্বতোভাবে পালনার্থই ব্যয় হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। বিশেষতঃ বঙ্গভূমির শুভাদৃষ্ট বশতঃ রাজপুরুষেরা অপরাপর দেশার্জ্জিত ধনদ্বারা এই বঙ্গভূমির অঙ্গ সংস্কার ও অঙ্গরাগ সম্পাদন করিয়া অন্যান্য ভূভাগের প্রতি কতই যে ব্যঙ্গ প্রদর্শন করাইতেছেন, তাহার পরিসীমা নাই।

হে, সভ্যগণ, দেখ, সম্প্রতি প্রায় বঙ্গভূমির সর্ব্বত্রই সভ্যতাশোভা সম্পৃষ্ট হইতেছে। সদাশয় সাহেবগণ, প্রতিগ্রামে এক একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার উন্নতি নিমিত্ত সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। গুণগ্রাহি ইংরাজেরা কিছুকাল পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষানিষ্ঠ গ্রন্থসকলের উৎকৃষ্টতা

বিবেচনায় এই মহানগরী কলিকাতার মধ্যে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত সকলকে বহুল বেতন দিয়া অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত করেন। এবং ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ এতদ্দেশীয় বিদ্যাভিলাষি ছাত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদনাদি নির্ব্বাহার্থে প্রত্যেকে আট টাকা করিয়া দিয়া বিদ্যারত্ন প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিবস উক্তনিয়মে উক্তবিদ্যালয়ে সংস্কৃতশাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি এতদ্দেশীয় মানবদিগের দোষেই তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। কতকগুলিন লোক ইংরাজদিগের প্রিয় হইবার নিমিত্ত না করিতেছেন এমত কর্ম্মই নাই।

রাজপুরুষেরা এতদ্দেশের নানাস্থানে চিকিৎসালয়, ও ইংরাজি, বাঙ্গালাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বঙ্গীয় মানবগণকে অশেষ পীড়াহইতে আরোগ্য,ও বিবিধ বিজ্ঞানে বিভূষিত করিতেছেন। যদ্যপি অধুনা এতদ্দেশীয় প্রাচীন সমীচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন অত্যল্প হইয়াছে, তথাপি ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষানিষ্ঠ বহুল গ্রন্থের পর্য্যালোচনা হওয়াতে বঙ্গীয় মানব সমূহ সতত সভ্যতা সাগরে ভাসমান হইতেছেন।

সর্ব্বদেশীয় সকলজাতি সম্বন্ধীয় সকল শাস্ত্রেরই প্রায় সমান ফল। কোন দেশের কোন শাস্ত্রে কোন গ্রন্থকর্ত্তা, অনিষ্টকারক বিষয়কে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করেন নাই, এবং উৎকৃষ্ট বিষয়কে অনিষ্টকারক অপকৃষ্ট বিষয় বলিয়া ও ব্যাখ্যা করেন নাই। গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবহার করিতে পারক হইলে কেহই জনপদে নিন্দনীয় হননা, বরং সর্ব্বত্র সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইতে পারেন। তবে যে কেহ কেহ ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ভয়ঙ্কর নরক গমনের পথ স্বয়ং পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার প্রতি অনেক গুলিন কারণ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

কেহ, পিত্রাদির তাড়নাতে ক্রোধাসক্ত হইয়া কেহ, জাঠুরী জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া কেহ, খৃষ্টীয়ান, বংশোদ্ভব কামিনীগণের নয়নবাণে বিমুগ্ধ হইয়া কেহ, পাদ্রিসাহেব দিগের কুহকে পড়িয়া কেহবা জন্মান্তরীয় দুরদৃষ্ট বশতঃ সত্যানিরূপণে হতজ্ঞান হইয়া উন্মত্ত প্রায় প্রজ্বলিত অনল শিখায় পতঙ্গবৎ পতিত হইয়াছেন।

হে সভ্যগণ, দেখ, কেহ ইংরাজিগ্রন্থ কদাচ স্পর্শ না করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের দুই চারিপাত পাঠ করিয়া কেহ ইংরাজি ভাষা অত্যল্প শিক্ষা করিয়া কেহ বর্ণাবজ্ঞানে অনভিজ্ঞ হইয়া খৃষ্টীয়ান,

হইয়াছেন, ইহাতে ইংরাজি পুস্তকের কোনক্রমেই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না,। তবে হিন্দুজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাবলোকন না করিয়া যিনি ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তক দেখেন, তাঁহার অবশ্যই কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রম হইতে পারে কারণ, সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেরই এমত চমৎ-কার শক্তি, যে তাহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলেই মন তত্তৎ শাস্ত্র কর্ত্তৃক অবশ্যই আকর্ষিত হয়। কিন্তু হিন্দুজাতীয় সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা বিশেষ-রূপে শ্রবণ করিলে পূর্ণ শশধর সমীপে খদ্যোতের ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল নিষ্প্রভ হইয়া অলীক ও আধুনিক ও অমূলক বলিয়া অবশ্যই ঘৃণাস্পদ হইতে পারে।

রাজপুরুষদিগের বঙ্গদেশের প্রতি এতস্নেহ না থাকিলে বঙ্গীয় মানবেরা সভ্য হইতে পারিতেন না,। ইহাঁদিগের ধর্ম্মাধিকরণে ভূম্যাদি সংক্রান্ত যখন যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা প্রজাদিগের শাস্ত্রানুসারেই বিচার পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতেছেন। ইহাঁরা যদ্রূপ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব অশ্বযোজিত শকটারোহণে পর্য্যটন করেন, প্রজা-রা তদ্রূপাচার করিলেও তাহাতে হিংসা বা দ্বেষ না করিয়া বরং প্রজাদিগের সুখে সুখী হইতেছেন। আপনারা প্রজাদিগের নিকট ঋণী হইয়া সেই অর্থ-দ্বারা প্রকারান্তরে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আবার প্রজাদিগের ধনবৃদ্ধি নিমিত্ত সেই অর্থের কুশীদ প্রদান করিতেছেন। ইহাঁরা বিচার সময়ে অতি দরিদ্র ও অতি ধনী এতদুভয় প্রজাকে তুল্য-

রূপে জ্ঞানকরিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতেছেন। ইহাঁরা প্রজাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া সভ্যসোপানে আরোহণ করাইতেছেন। হে সভ্যগণ, বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের যৎপরোনাস্তি গুণাবলোকনেই আমি এই বক্তৃতার প্রথমে উক্তি করিয়াছি, যে বর্ত্তমান সময়ে এই ভারতবর্ষান্তর্গত বঙ্গভূমির যাদৃশী অবস্থা প্রত্যক্ষীভূতা হইতেছে, ইহাতে বোধহয়, যে উহা কিছু পূর্ব্বকালের পরাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অত্যুৎকৃষ্টা।

রাজার সদাচার নাহইলে কদাচ প্রজার সভ্যাচার হইতে পারেনা। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলিন নব্য ভব্য সভ্যাভিমানি শ্বেতাঙ্গ মহাশয়ের আশয়ে অহঙ্কারের সঞ্চার হওয়াতে বঙ্গীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ হানি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাঁহারা মনে মনে অভিমান করেন যে বঙ্গীয় মানবগণকে বিদ্বান, ধনবান, সভ্য, ভব্য, মান্য, গণ্য, আমরাই করিয়াছি। আমরা বঙ্গীয় মানবগণের প্রতি যথেষ্টাচরণ করিলে ইহাদিগের রক্ষক আর কেহই নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের ইত্যাকার অভিমানকে অশুভকর জ্ঞান করিয়া ইহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে এই বিশ্বকার্য্যের কারণ স্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামি চেতনরূপি পরমেশ্বরই সর্ব্বকার্য্য সম্পাদক, তিনিই সাধারণের শুভকর। তদ্ভিন্নের নিমিত্তমাত্র। লিপিবাহুল্যাশঙ্কায় অধিক লিখনে নিরস্ত হইলাম।

সমাপ্তেয়ং বক্তৃতা।